ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ছবি করবেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

যাকে নিজের বিকল্প ভাবেন ওয়ার্নার

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫৪ ● কলকাতা ● ১৩ পৌষ, ১৪৩০ ● শনিবার ● ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন জেলাশাসক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গঙ্গাসাগরে। একের পর এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলাতে বিশ্বের মানচিত্রে একটি শ্রেষ্ঠ মেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাশাসক সমিত গুপ্তা একটি সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান,আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে মেলা। ১৫ ই জানুয়ারি রাত ১২ টা বেজে ১৩ মিনিট থেকে ১৬ জানুয়ারি দুপুর ১২ টা বেজে ১৩ মিনিট অবধি থাকছে পূণ্যস্নানের সময়।ভারতবর্ষের দ্বিতীয় বৃহত্তম মেলা এই গঙ্গাসাগর মেলা কুম্ভ মেলার পরেই এই গঙ্গাসাগর মেলায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষায় জানুয়ারি মাসের ৮ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪। গঙ্গাসাগর মেলা কে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশাসনিক বৈঠক ইতিমধ্যে সেরে ফেলা হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে। শুক্রবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আলিপুরে জেলাশাসক সুমিত গুপ্তার উপস্থিতিতে প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি প্রশাসনিক বৈঠক সেরা নেয়া হলো।

কার্যত বলা যেতেই পারে এই প্রশাসনিক বৈঠক গঙ্গাসাগর মেলা শেষ মেলার প্রস্তুতি নিয়েই বৈঠক। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি , উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলার একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ কে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ফের 'হিন্দু হৃদয় সম্রাট' হবেন মোদি, খোঁচা শশী থারুরের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সব অস্ত্র শেষ। এবার নিজেদের শেষ অস্ত্র হিসাবে ২০২৪-এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হিন্দু হৃদয় সম্রাট হিসাবে তুলে ধরতে চাইছে বিজেপি। মূলত দেশে-বিদেশে মন্দির উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন থারুর।বস্তুত মোদি যে ২০২৪ নির্বাচনে নিজেকে হিন্দু হৃদয় সম্রাট হিসাবে তুলে ধরতে চাইছেন সেটা কারও অজানা নয়। বিজেপিও রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে গুচ্ছ পরিকল্পনা করে রেখেছে। উদ্দেশ্য, লোকসভা ভোট পর্যন্ত গোটা দেশে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলে দেওয়া। আর সেই হাওয়ার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অবশ্যই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর সেটাই আশঙ্কার মূল কারণ কংগ্রেস তথা থারুরদের।শুধু তাই নয় দেশের বাইরেও মন্দির উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর সেই মন্দিরের শিলান্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এবার সেই মন্দিরের উদ্বোধনও করবেন তিনিই। ২০২৪ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মোদির হাতেই উদ্বোধন হবে মন্দিরটির। মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী আবু ধাবি যাওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই থারুর আক্রমণ করেছেন মোদিকে।

তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ বলছেন, সেই ২০০৯ সাল থেকে বিজেপি নরেন্দ্র মোদিকে বিকাশ পুরুষ হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সেসময় গুজরাটের উন্নয়ন মডেলের মুখ ছিলেন মোদি। তাঁকে কাছে পেয়ে ভোটাররা যেন সোনা হাতে পেয়ে যান। ২০১৯ সালে নোট বাতিলের পর সেই ধারণা ভেঙে পড়ায় পুলওয়ামা হামলাকে হাতিয়ার করে প্রতিরক্ষার মানে ভোট করিয়েছেন মোদি। এবার ২০২৪ সালে এসে এটা স্পষ্ট যে মোদি নিজের পুরনো অস্ত্রে ব্যবহার করতে চলেছেন। হিন্দু হৃদয় সম্রাট হতে চলেছেন।'

শনিবার রাজ্যে আসছেন মোহন ভাগবত

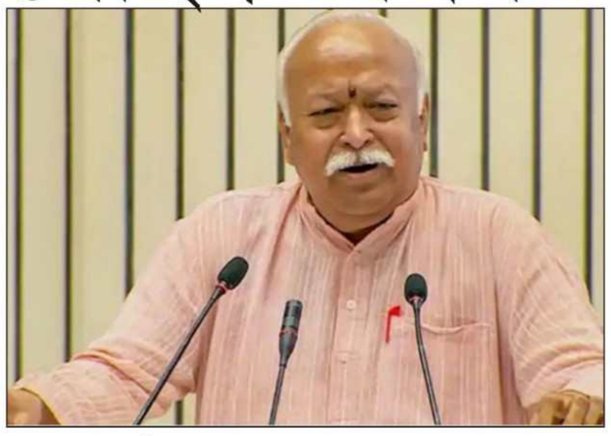

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার রাজ্যে আসছেন সঙ্ঘ পরিবারের দুই শীর্ষ কর্তা। সর-সঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত এবং সর-কার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলের রাজ্য সফর নিয়ে নানা জল্পনা চলছে। আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ সূত্রের খবর, দেড় দিনের কলকাতা সফরে মোহন ভাগবত কলকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে বৈঠক করবেন। কয়েকজনের বাড়িতেও যাবেন। তাঁর দেখা করার কথা বর্ষীয়ান অভিনেতা ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি বেশির ভাগ সময়ই এখন রাজ্যের বাইরে থাকেন। ভিক্টরের সঙ্গে বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৯১ সালে তিনি সাবেক উত্তর পশ্চিম কলকাতা কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রাক্তন সিবিআই কর্তা এবং এক সময়কার তৃণমূল মন্ত্রী উপেন বিশ্বাসের বাড়িতেও যাওয়ার কথা রয়েছে ভাগবতের। বছর খানেক আগে তিনি শিক্ষা নিয়োগ দুর্নীতিতে তৃণমূলের যোগাযোগের কথা তুলে ধরে বহু বছর পর সংবাদ শিরোনামে আসেন। এই দুর্নীতি রোধে উপেনের সহযোগিতা চায় আদালতও। এখন অবশ্য তৃণমূলের সঙ্গে উপেন বিশ্বাসের কোনও সম্পর্ক নেই। সূত্রের খবর,

এরপর ৩ পাতায়

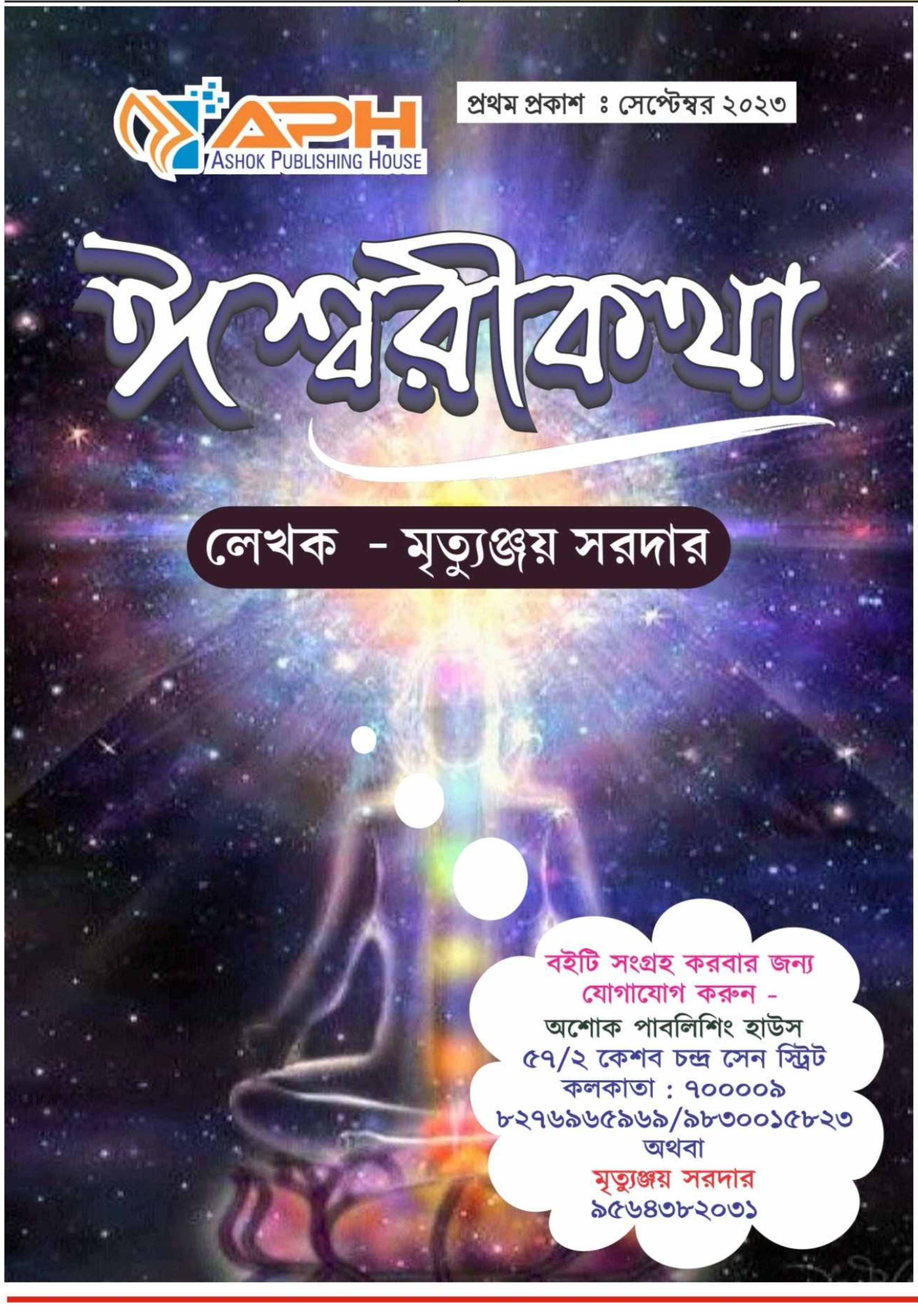

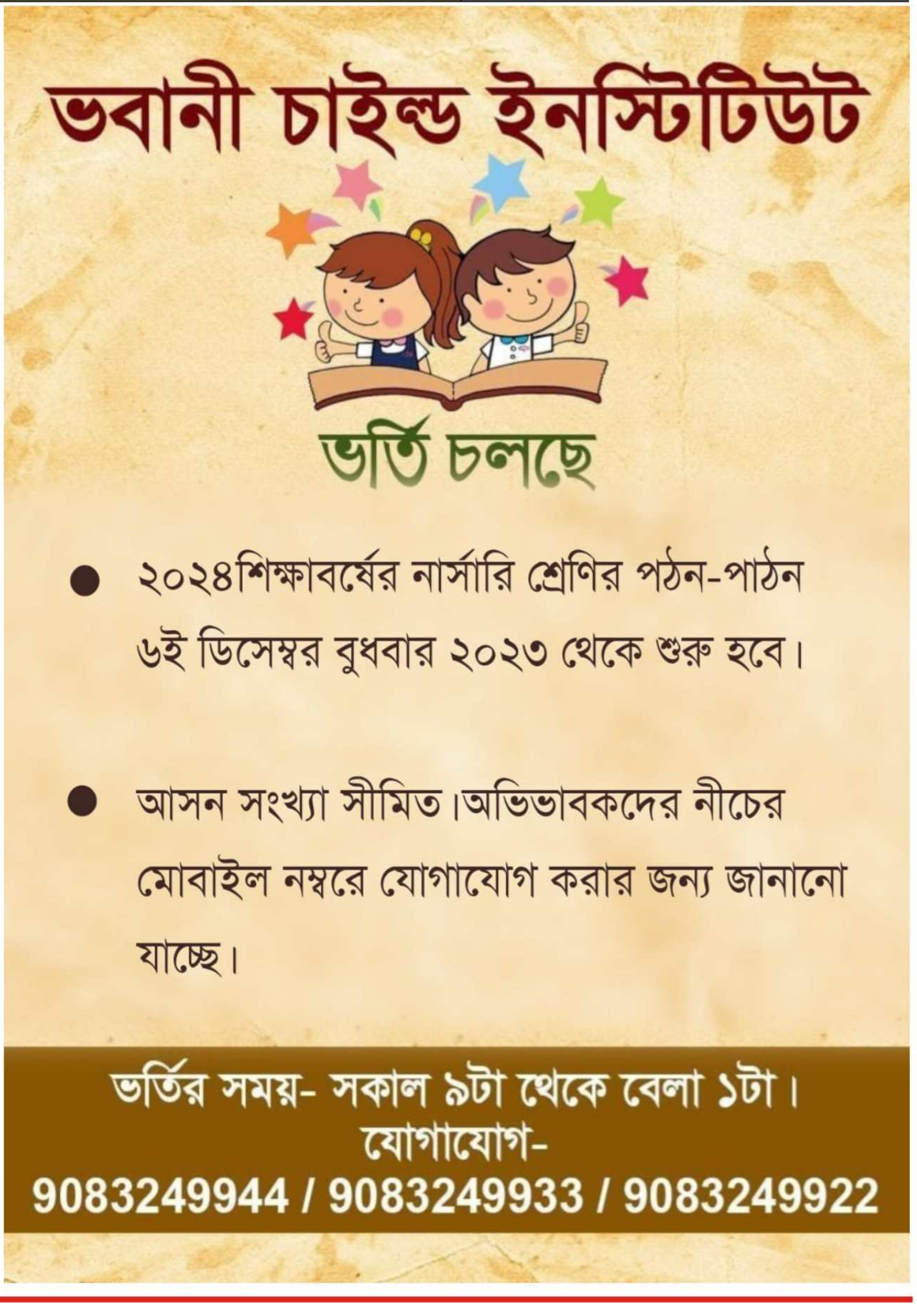

বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা

নতুন দিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রান্তবর্তী এলাকায় একেবারে শেষ মানুষটির কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার অন্ত্যোদয় দর্শনকে সামনে রেখে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে ২ কোটিরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নজির গড়েছেন। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় এপর্যন্ত ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫০০ গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভিত্তিক এলাকাগুলিতে ২ কোটি ১০ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৪ জন যোগ দিয়েছেন। স্বাস্থ্য শিবিরগুলিতে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জনআরোগ্য প্রকল্প যোজনার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় এই প্রকল্পে আয়ুষ্মান অ্যাপের মাধ্যমে আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করা হয় এবং সুবিধাভোগীদের হাতে তা তুলে দেওয়া হয়। ৪৪ দিনের শেষে ৩২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬১১ টি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এনএইচএ থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী জেলাগুলিতে আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৯৮ টি কার্ড তৈরি করা হয়েছে। যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে থুতু পরীক্ষা এবং রোগের লক্ষণ ভিত্তিক পরীক্ষা করা হয়। এনএএটি অর্থাৎ ন্যাট মেশিন ব্যবহারের সুযোগ থাকলে সেখানে তার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষায় রোগ নির্ণয়ের পর তা আরও উচ্চস্তরে পরীক্ষার জন্য পাঠানে হয়। ৪৪ দিন শেষে ৮০ লক্ষ এক হাজার ৮২৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৩ জনকে উচ্চ জনস্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রী যক্ষ্মা মুক্ত ভারত অভিযান (পিএমটিবিএমএ) এই প্রকল্পে যক্ষ্মা রোগীরা নিক্ষয় মিত্র থেকে সহায়তা গ্রহণ করবেন এই মর্মে তাদের কাছ থেকে সম্মতি নেওয়া হয়। যারা নিক্ষয় মিত্রে যোগ দিতে ইচ্ছুক স্বাস্থ্য শিবিরে তাদের নাম তৎক্ষণাৎ নথিভুক্ত করা হয়। ৪৪ দিন শেষে এক লক্ষ ৪০ হাজার ৮৮২ জন রোগী (পিএমটিবিএমএ)-এতে তাদের সম্মতি দিয়েছেন এবং নতুন ৫০ হাজার ৭৯৯ জনের নাম নিক্ষয় মিত্রতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নিক্ষয় পোষণ যোজনার অধীন প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অবশিষ্ট সুবিধাভোগীদের আধার যুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ করা হচ্ছে। ৪৪ দিন শেষে ৩৬ হাজার ৭৬৩ জন সুবিধা ভোগীর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

সিকেল সেল রোগ

আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সিকেল সেল রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ৪০ বছর পর্যন্ত বয়সসীমার মধ্যে মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পয়েন্ট অফ কেয়ার (পিওসি) ও রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে। পরীক্ষায় যাদের রোগ ধরা পড়ছে তাদের নাম আরও উচ্চস্তরে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

৪৪ দিন শেষে ৮ লক্ষ ৫১ হাজার ১৯৪ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। এদের মধ্যে ২৭ হাজার ৬৩০ জনের রোগ নির্ণয় হয়েছে। তাদেরকে উচ্চ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। অসংক্রামক রোগ যেমন উচ্চ রক্তচাপ, মধুমেহ নির্ণয়ে ৩০ বছর বা তার বেশি বয়সসীমার মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। রোগ নির্ণয় হলে তাদেরকে উচ্চ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। ৪৪ দিন শেষে ১ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৯৬ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে। এদের মধ্যে ৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৭ জন উচ্চ রক্তচাপ রোগের শিকার বলে চিহ্নিত হয়েছেন। ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৬৩ জন মধুমেহ রোগে আক্রান্ত বলে চিহ্নিত হন। ১১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯২৭ জনেরও বেশি মানুষকে উচ্চ জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে।

প্রেক্ষাপট

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ঝাড়খন্ডের কুন্তি থেকে ১৫ ই নভেম্বর বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার সূচনা করেন। সরকারী প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণতার লক্ষ্য অর্জনে এবং প্রান্তবর্তী এলাকার শেষ মানুষটির কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে দেশ জুড়ে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সুবর্ণ আইজ্যাক বারী কি সত্যিই কলকাতায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বের 'সবচেয়ে কমবয়সী প্রফেসর' সুবর্ণ আইজ্যাক বারী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এসেছেন । তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে বলে সূত্র মার ফথেই জানা যায়। কে এই সুবর্ণ বিশ্ময় বালক বাংলাদেশি বংশদ্ভুত সুবর্ণ। পুরো নাম সুবর্ণ আইজ্যাক বারী। সুবর্ণের জন্ম ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল নিউ ইয়র্কের একটি বাঙালি পরিবারে। তার পিতা-মাতা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশী দম্পতি রাশেদুল বারী এবং সাহেদা বারী। আর ৮ বছর বয়সেই এই ছোট বিজ্ঞানী সুবর্ণ বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী অধ্যাপক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছে। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখ এন্ড্রো কুওমো নিউইয়র্ক এর গভর্নর এর পক্ষ থেকে সুবর্ণ আইজ্যাক বারী কে এই স্বীকৃতি পত্র প্রদান করেন। এন্ড্রো কুওমো তার প্রতিনিধির মাধ্যমে সুবর্ণের বাড়িতে স্বীকৃতি পত্রটি পৌঁছে দেন এবং সুবর্ণকে গভর্নর এর সাথে দেখা করার আমন্ত্রণ জানান।

সুবর্ণকে সম্মাননা জানিয়ে এন্ড্রো কুওমো এরকম বলেন যে "সুবর্ণ এমন একজন ব্যক্তি, যিনি খুব অল্প বয়সেই বিশ্বে ইতিবাচক পার্থক্য তৈরি করেছেন"। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান এর মাধ্যমে সন্ত্রাস বিরোধী ক্যাম্পিং বইয়ের মাধ্যমে আপনি বিশ্বজুড়ে চাইল্ড প্রডিজি হিসেবে পরিচিত। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে আপনার অর্জন প্রশংসার যোগ্য। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে বিশ্বের বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে আপনার বিস্ময়কর সচেতনতা এবং বিশ্বশান্তি প্রচার এর জন্য সেই সচেতনতা ব্যবহার করার ইচ্ছা তা আমাকে মুগ্ধ করে। খুব অল্প বয়সেই পিএইচডি পর্যায়ের গণিত পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন এর পারদর্শিতা প্রদর্শন করে বাংলাদেশী বালক সুবর্ণ।

তাই মাত্র ৬ বছর বয়সেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানী উপাধি লাভ করেন। সুবর্ণ দিল্লিতে নোবেল বিজয়ী কৈলাস সত্যার্থী থেকে গ্লোবাল চাইল্ড প্রডিজি অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। রুহিয়া কলজ অব মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় খুদে পদার্থবিজ্ঞানি সুবর্ণকে ভিজিটিং অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। শুধু তাই নয় ইংরেজি অ্যালজেবরা রসায়ন পদার্থবিজ্ঞানে সমান পারদর্শী এই বিস্ময়বালক আমাদের সময়ের আইনস্টাইন হিসেবে পরিচিত। ২০১৪ সালে নিউ ইয়র্ক সিটির কলেজের প্রেসিডেন্ট ডক্টর লিসা কইকো সুবর্ণকে আমাদের সময়ের আইনস্টাইন উপাধি দেন। শুধু গণিত বা পদার্থবিজ্ঞানেই নয় সুবর্ণ সন্ত্রাসবিরোধী ক্যাম্পেইনেও নিজের অবদান রেখেছেন।

সারে ৮ বছরের এই বিজ্ঞানী The Love নামের একটি গ্রন্থ রচনা করেও বিশ্ববাসীর কাছে নিজের এবং বাংলাদেশের নাম ছড়িয়ে দিয়েছে। The Love গ্রন্থে সকল ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতি এবং সহনশীলতা সৃষ্টির লক্ষে সুবর্ণ যে অগ্রগতি প্রদর্শন করেছে তা খুবই প্রশংসনীয় তার জন্য স্বীকৃতিপত্রে নিউইয়র্ক গভর্নর সুবর্ণকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যা সফরে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা সফর করবেন।

সকাল সোয়া ১১ টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নতুন আঙ্গিকে নির্মিত অযোধ্যা রেল স্টেশনের উদ্বোধন এবং নতুন অমৃত ভারত ও বন্দে ভারত ট্রেনের সূচনা করবেন। আরও বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। সোয়া ১২ টা নাগাদ নবনির্মিত অযোধ্যা বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন তিনি। বেলা ১ টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ১৫,৭০০ কোটি টাকার বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন, জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ এবং শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে রয়েছে, অযোধ্যা ও সংলগ্ন এলাকাগুলির জন্য ১১ হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প এবং উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য অংশের জন্য প্রায় ৪,৬০০ কোটি টাকার প্রকল্প। অযোধ্যার সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই শহরে আধুনিক বিশ্বমানের পরিকাঠামো গড়ে তোলা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং মানুষের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সেই ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে একটি নতুন বিমানবন্দর, নতুন আঙ্গিকে রেল স্টেশন নির্মাণ, বিভিন্ন রাস্তার সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যায়ন এবং নাগরিক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরনের পরিকাঠামো গড়ে

এরপর ৩ পাতায়

হরি লীলামৃত পাঠ ও শীতবস্ত্রের বিতরণ

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : অখিল ভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে, পামেলা গোস্বামী শ্রী শ্রী হরি লীলামৃত পাঠ এবং শীতবস্ত্র বিতরণ করে মতুয়াদের মন জয় করেন। অনুষ্ঠানে ঐক্যের বার্তা দেন আয়োজকরা। শত শত যুবক-যুবতী বারোটি আদেশ অনুসরণ করে বাকি জীবন কাটানোর শপথ নেন। সভায় উপস্থিত গোসাইন পাগলের দল শপথ বাক্য পাঠ করান। পামেলা গোস্বামী এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মতুয়াদের সাথে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করেন এবং হাজার হাজার ভক্তদের সামনে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি ভবিষ্যতে এই ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে চান।

বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫০ টাকা গ্যাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫০ টাকা গ্যাস দেওয়া হবে। পূর্ব মেদিনীপুরের সভা থেকে প্রতিশ্রুতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর । রাজস্থান সরকারের মতো বাংলাতেও ৪৫০ টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে আশ্বাস দেন তিনি। বিরোধী দলনেতা বলেন, "আইপয়াকের লোকেরা নীল রঙের ব্যাচ পরে। এই জালি শিক্ষক, ভুয়ো শিক্ষাকর্মী যাদের পরবর্তীকালে হাইকোর্ট বাতিল করেছিল। সেই গণনাকর্মীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে আমাদের গণনাকেন্দ্রে ৩০-৪০টার বেশি আসন গণনাতেই লুঠ করেছে। এমন ৬৩ টা বিধানসভা কেন্দ্র আছে, যেখানে আমরা সামান্য ভোটে হেরেছি। তার কারণ গণনায় কারচুপি।' পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন, "আমরা জানি বর্তমান এই রাজেয় তৃতীয়বারের তোলামূল সরকার। তাদের যা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে, চুরি-দুর্নীতি সামনে আসছে, তাতে এই সরকারকে টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা ভূভারতে কারও নেই। "প্রতিশ্রুতি রাজ্যের বিরোধী দলনেতার: এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, "শিল্প-কর্মসংস্থান চান না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫০ টাকা গ্যাস।বিজেপির রাজস্থান সরকারের মতো বাংলাতেও ৪৫০ টাকায় গ্যাস দেওয়া হবে। বাংলায় বিজেপিকে আনলে শিবরাজ সিংহ চৌহানের মতো 'লাডলি বহেন' শুরু হবে। বিজেপিকে আনলে প্রথমেই রাজ্যের ৩০ লক্ষ শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।'

বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর: এদিকে শুক্রবার বুথ কর্মী সম্মেলনে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ম্যাজিক ফিগারের বহু আগেই থমকে যায় বিজেপির রথ। ৭৭টি আসন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল তাদের। শনিবার, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি বিধানসভার বুথ কর্মীদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেই সভায় বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, একুশের বিধানসভা ভোটে, গণনাকর্মী হিসেবে থাকা ভুয়ো শিক্ষকদের দিয়ে ভোট লুঠ করা হয়েছে। ভোট লুঠ না হলে, সরকার গড়ত বিজেপিই।

সিআইএসএফ-এর প্রথম মহিলা ডিজি হলেন মিথিলার মেয়ে নীনা

উষা পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : নয়াদিল্লি, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : মিথিলার কন্যা এবং ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সিনিয়র অফিসার মিসেস নীনা সিংকে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সের (সিআইএসএফ) ডিজি নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি হবেন বাহিনীর প্রথম নারী ডিজি।

এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। মিসেস সিং ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর রাজস্থান ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের একজন অফিসার। এর আগে তিনি সিআইএসএফ-এর বিশেষ ডিজি ছিলেন। তিনি রাজস্থানের প্রথম মহিলা পুলিশ ক্যাপ্টেন হয়েছিলেন। ১৯৯৫-৯৬ সাল এবং পুরস্কৃত হয়েছিল সিরোহি জেলায় পোস্ট করা হয়েছিল।তিনি অনেক পুরস্কার পেয়েছেন।

এর সাথে একই ব্যাচের মহারাষ্ট্র ক্যাডারের রাহুল রসগোত্রাকে আইটিবিপির ডিজি করা হয়েছে।এর আগে তিনি আইবি এলএস-এ পদে ছিলেন।

সুনির্দিষ্ট এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ের

তপশিলি ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষা প্রকল্প (শ্রেষ্ঠ)

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসেবে সুনির্দিষ্ট এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ে তপশিলি ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষা প্রকল্প (শ্রেষ্ঠ) রূপায়ণের দায়িত্বে রয়েছে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক। তপশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিষেবাগত অভাব দূর করতে সরকার শ্রেষ্ঠ প্রকল্পের সূচনা করেছে। সরকারি অনুদানে অ-সরকারি সংগঠনগুলি তপশিলি জাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানে আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হ'ল-তপশিলি জাতির আর্থ-সামাজিক বিকাশের স্বার্থে উন্নত পরিবেশ গড়ে তোলা। যাতে তপশিলি জাতিভুক্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা তাদের উন্নত শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশের জন্য দেশের সবচেয়ে ভালো বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় সে দিকে তাকিয়ে প্রকল্পটির আধুনিকীকরণ ঘটানো হয়েছে। প্রকল্পটি দু'ভাবে রূপায়ণ করা হয়েছে। প্রথমত, সিবিএসি/রাজ্য পর্ষদ অনুমোদিত বেসরকারি আবাসিক সেরা বিদ্যালয়গুলিতে

এরপর ৩ পাতায়

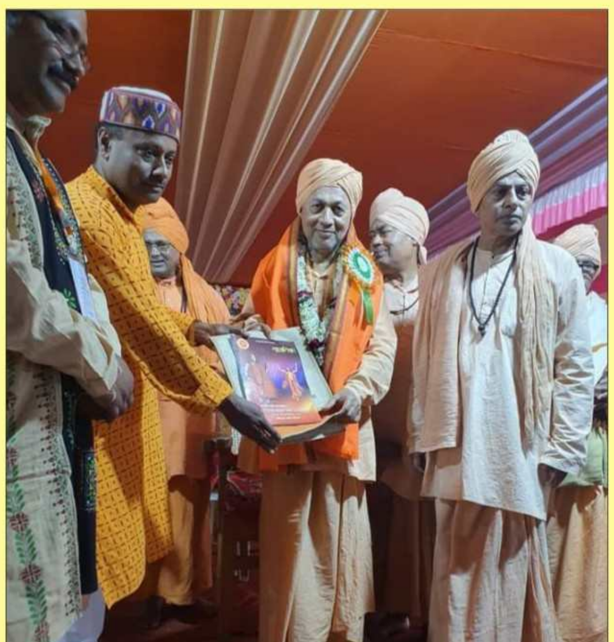

ভারত সেবা সংঘের নিখিল ভারত ভক্ত সম্মেলন

১-ম পাতার পর

শনিবার রাজ্যে আসছেন মোহন ভাগবত

ভাগবত যেতে পারেন বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় এবং বিজেপি নেতা কল্যাণ চৌবের বাড়িতে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে কল্যাণ মানিকতলা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন। পরাজয়ের পর তিনি ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হয়েছেন। এছাড়া শহরের এক বিশিষ্ট শিল্পপতির বাড়িতেও যাবেন তিনি।তার মাস তিন-চারেকের মধ্যে লোকসভা ভোট। আরএসএসের ঘনিষ্ঠ বৃত্তের খবর, লোকসভা ভোটে সঙ্ঘ পরিবার কী কৌশল নেবে, সেদিকে দৃকপাত করবেন দুই শীর্ষ কর্তা। যদিও সঙ্ঘ পরিবার দাবি করছে, ভাগবত-হোসবোলের এটা নিতান্তই রুটিন সফর। প্রতি বছরই এই সময়ে তাঁরা রাজ্য সফরে আসেন।

ভাগবত আসছেন শনিবার দুপুরে। তিনি কলকাতা ছাড়বেন রবিবার রাতে। প্রায় একই সময়ে আসছেন দত্তাত্রেয় হোসবোলে। তাঁর কর্মসূচি অবশ্য কলকাতায় নয়। তিনি দুর্গাপুরে আরএসএসের মধ্যবঙ্গের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। জানুয়ারি মাসে তাঁর চারদিনের কর্মসূচি রয়েছে রাজ্যে। বিরোধীদের অভিযোগ, রামমন্দিরের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে হিন্দুত্বের হাওয়া তুলতেই তাঁদের বঙ্গ সফর। এই হাওয়া যাতে লোকসভা ভোটে প্রভাব ফেলে, তার চেষ্টাও করবেন ভাগবত-হোসবোলে। সঙ্ঘ পরিবার এই রাজ্য থেকে কয়েক হাজার সক্রিয় আরএসএস কর্মীকে অযোধ্যায় নিয়ে যাবে।

বাংলায় আরও তীর্থক্ষেত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে গোটা দেশজুড়ে উৎসাহের পারদ ক্রমশ চড়ছে। তবে তার মধেয়ই এবার বাংলার মুখয়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় ঘোষণা করলেন বাংলায় তীর্থস্থান ক্রমশ বাড়ছে।লোকনাথ মন্দিরকে নিয়ে তিনি স্মৃতিচারণা করেন। তিনি বলেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন আমি এসেছিলাম। মন্দির চত্বরে গেট, ভোগ ভবন, টিকিট কাউন্টার, ফুলের দোকান, পুকুরের সৌন্দর্যায়ন করা হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে দাবি করেন মমতা। বৃহস্পতিবার চাকলায় লোকনাথ মন্দিরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী বাংলার তীর্থক্ষেত্রের প্রসঙ্গ তোলেন।আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধয়ায় রামমন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। আর দিঘার জগন্নাথ মন্দির প্রস্তুত হয়ে যাবে আগামী ৬ মাসের মধেয়। খোদ মুখয়মন্ত্রী এনিয়ে আশ্বাস দিয়েছেন। মমতা বলেন, আগামী ৬ মাসের মধেয় দিঘায় জগন্নাথ মন্দির প্রস্তুত হয়ে যাবে। আরও তীর্থক্ষেত্র বাড়বে। আমরা তীর্থস্থান জোড়ার চেষ্টা করছি। সবাই বলছে বাংলায় এখন পর্যটনের সেরা গন্তব্য। সেই সঙ্গেই তিনি জানান, দিঘায় বেড়াতে গেলে জগন্নাথ মন্দিরে ঘুরে আসতে পারেন।

একদিকে গোটা দেশজুড়ে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে উতসাহ চরমে। বাংলা থেকেও প্রচুর পর্যটক অযোধয়ায় যাওয়া শুরু করেছেন। অনেকের মতে, লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির ইস্যুকে সামনে এনে হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করতে চাইছে বিজেপি। তবে এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও অবশ্য বার বারই সম্প্রীতির কথা বলেন।একদিকে গোটা দেশজুড়ে রামমন্দিরকে কেন্দ্র করে উতসাহ চরমে। বাংলা থেকেও প্রচুর পর্যটক অযোধয়ায় যাওয়া শুরু করেছেন। অনেকের মতে, লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির ইস্যুকে সামনে এনে হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করতে চাইছে বিজেপি। তবে এবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রীও অবশ্য বার বারই সম্প্রীতির কথা বলেন। মুখয়মন্ত্রী জানিয়েছেন, যুগপুরুষ লোকনাথ ঠাকুর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করতেন না। হিন্দু-মুসলমান করতেন না। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল মানবিকতা, ভালোবাসা। কিন্তু এখন অনেকেই ভোটের সময় ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন। সারাবছর তাঁদের নিপীড়ন করেন। সেই সঙ্গেই মমতা বন্দ্যোপাধয়ায় দাবি করেন, লোকনাথের সমস্ত গান তিনি জানেন।চাকলায় তিনি জানিয়েছেন, মতুয়াদের বড়মাকে আমি দেখতাম। তার চিকিৎসা করেছি। আমরা মতুয়াদের জন্য অনেক করেছি। কলেজ, হাসপাতাল করেছি। কাজেই আমাদের বাংলা ধর্মীয় তীর্থস্থানের জায়গা। এই বাংলা একতার জায়গা।বাংলায় আরও তীর্থক্ষেত্র

২ পাতার পর

৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যা সফরে প্রধানমন্ত্রী

তোলা হচ্ছে। অযোধ্যা এবং এর আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার সৌন্দর্যায়নের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্পেরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

অযোধ্যা বিমানবন্দর

১,৪৫০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে অত্যাধুনিক বিমানবন্দরের প্রথম পর্বের কাজ শেষ করা হয়েছে। বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনটি ৬,৫০০ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত, যেখানে বার্ষিক প্রায় ১০ লক্ষ যাত্রীর যাতায়াতের সুবিধা রয়েছে। টার্মিনাল ভবনটির সম্মুখভাগ তৈরি করা হয়েছে অযোধ্যার শ্রীরাম মন্দিরের স্থাপত্যের আদলে। তাপ প্রতিরোধী ব্যবস্থা, এলইডি আলোকসজ্জা, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জলশোধন প্ল্যান্ট, নিকাশি প্ল্যান্ট, সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প সহ এই ধরনের আরও বেশকিছু ব্যবস্থা রয়েছে এই টার্মিনালে।

অযোধ্যা ধাম রেল স্টেশন

২৪০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে অযোধ্যা ধাম জংশন রেল স্টেশনের সংস্কারের মাধ্যমে এর প্রথম পর্বের কাজ শেষ করা হয়েছে। তিন তলা বিশিষ্ট এই রেল স্টেশনে লিফট, এসকালেটর, ফুড প্লাজা, শিশু পরিচর্যার ঘর, যাত্রীদের থাকার ঘর সহ একগুচ্ছ আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে।

অমৃত ভারত ও বন্দে ভারত ট্রেন এবং অন্যান্য রেল প্রকল্পসমূহ

প্রধানমন্ত্রী অযোধ্যা ধাম জংশন রেল স্টেশনে একগুচ্ছ সুপার ফাস্ট ট্রেনের সূচনা করবেন। এর মধ্যে রয়েছে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। ট্রেনটিতে সুদৃশ্য আসন ব্যবস্থা, যাত্রীদের মালপত্র রাখার উপযোগী রেক, মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট, সিসিটিভি প্রভৃতি সব ধরনের আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ২ টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা করবেন। ট্রেন ২টি হল, দ্বারভাঙা-অযোধ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস এবং মালদা টাউন-স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া টার্মিনাস (বেঙ্গালুরু) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী ৬টি নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসেরও সূচনা করবেন। ট্রেনগুলি হল, শ্রীমাতা বৈষ্ণোদেবী কাটরা-নিউ দিল্লি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, কোয়েম্বাটুর-ব্যাঙ্গালোর ক্যান্ট বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, ম্যাঙ্গালোর-মাডগাঁও বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, জলনা-মুম্বই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এবং অযোধ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী ২,৩০০ কোটি টাকার তিনটি রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

অযোধ্যায় নাগরিকদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো

প্রধানমন্ত্রী ৪টি নতুন রাস্তার সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন। এই রাস্তাগুলি রামমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত। অযোধ্যা এবং এর আশেপাশে আরও একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধন করা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, রাজর্ষি দশরথ স্বশাসিত স্টেট মেডিকেল কলেজ, অযোধ্যা-সুলতানপুর রোড-বিমানবন্দরের সঙ্গে যুক্ত চার লেনের রাস্তা।

অযোধ্যায় নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস

নাগরিকদের সুবিধার্থে অযোধ্যায় একগুচ্ছ নতুন প্রকল্পেরও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে, অযোধ্যার ৪টি ঐতিহাসিক প্রবেশ দ্বারের সৌন্দর্যায়ন, পর্যটকদের জন্য নয়াঘাট থেকে লক্ষ্মণ ঘাট পর্যন্ত এলাকার উন্নয়ন ও সৌন্দর্যায়ন প্রভৃতি।

অযোধ্যায় ২,১৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রস্তাবিত সবুজ উপনগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বশিষ্ঠ কুঞ্জ আবাসিক প্রকল্পেরও তিনি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য প্রকল্প

উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য অংশের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে, চার লেনের গোসাঁই কী বাজার বাইপাস-বারাণসী (ঘাঘরা সেতু-বারাণসী, এনএইচ-২৩৩) সড়কের সম্প্রসারণ, আমেঠি জেলার ত্রিশুন্ডিতে এলপিজি প্ল্যান্টের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

২ পাতার পর

সুনির্দিষ্ট এলাকায় উচ্চ বিদ্যালয়ের তপশিলি ছাত্র ছাত্রীদের আবাসিক শিক্ষা প্রকল্প (শ্রেষ্ঠ)

পড়ার সুযোগ। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ প্রকল্পের অধীন জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা মারফৎ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক মেধাবী তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রদের নির্বাচন করা হয়। পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি। এরপর, সেইসব ছাত্রছাত্রীরা সিবিএসি এবং রাজ্য পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলিতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে হলে নবম ও একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায়। দশম ও একাদশ শ্রেণীতে বিগত তিন বছরে ৭৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পাশের নিরিখে সেরা অবাসিক বিদ্যালয়গুলি নির্বাচন করা হয়। কমিটি ফর অ্যাডমিশন নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের এইসব বিদ্যালয়ে ভর্তির সুপারিশ করে। যেসব ছাত্রছাত্রীর বাড়ির বার্ষিক উপার্জন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি মারফৎ জাতীয় স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের প্রায় ৩ হাজার মেধাবী তপশিলি ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা হয়। নবম এবং একাদশ শ্রেণীতে ১ হাজার ৫০০ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। পড়ুয়াদের মেধা-ভিত্তিতে বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়। ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি সহ স্কুল ফি, হস্টেল ফি সংশ্লিষ্ট দপ্তর বহন করে। এই প্রকল্পের অধীন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র প্রতি খরচ হয় যথাক্রমে - ১ লক্ষ, ১ লক্ষ ১০ হাজার, ১ লক্ষ ২৫ হাজার এবং ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন-ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের সময়সীমার বাইরেও যাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদান করা যায়, সেজন্য এই প্রকল্পে একটি সংক্ষিপ্ত কোর্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে। এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা বিকাশের পাশাপাশি, তারা বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে মানানসই করে তোলা হয়। বার্ষিক খরচের ১০ শতাংশ এই কোর্সের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে দ্বিতীয় দিকটি হ'ল - যে সমস্ত অ-সরকারি সংস্থাগুলি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি অনুদানে এই আবাসিক বিদ্যালয়গুলি চালাচ্ছে, তাদের সাফল্যের ভিত্তিতে অনুদান অব্যাহত রাখা হয়। এই অনুদানের একটি প্রাথমিক শর্ত হ'ল - এইসব নির্দিষ্ট তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া অন্য ছাত্রছাত্রী এইসব বিদ্যালয়ে ভর্তি হলে, তাদের কাছ থেকে ফি নেওয়া হবে। তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী প্রতি অনুদান ৪৪ হাজার টাকা এবং যেসব বিদ্যালয়গুলি আবাসিক নয়, সেক্ষেত্রে ২৭ হাজার টাকা, প্রাইমারী হস্টেলের জন্য ছাত্রছাত্রী পিছু অনুদান ৩০ হাজার টাকা এবং সেকেন্ডারি বিদ্যালয়গুলির জন্য ৫৫ হাজার টাকা। সেকেন্ডারি অনাবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রী প্রতি খরচ ৩৫ হাজার টাকা এবং সেকেন্ডারি হস্টেলের জন্য ছাত্রছাত্রী প্রতি খরচ ৩০ হাজার টাকা। ছাত্রছাত্রীদের যোগ্যতা এবং বিদ্যালয়গুলির সাফল্যের দিকগুলিতে তাদের ওয়েবসাইট মারফৎ এবং ই-অনুদান/অনলাইন পোর্টালে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে সিসিটিভি রাখতে হবে, যেখান থেকে সরাসরি গতিপ্রকৃতি জানতে পারা যায়। সময় ধরে ডেটা ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) মারফৎ এই প্রকল্পের সাফল্যের দিকগুলি তুলে ধরা হবে। এজন্য গঠিত পরিদর্শক দল নিয়মমাফিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করবেন। ২০২০-২১ এবং ২০২৩-২৪ এ এই শ্রেষ্ঠ প্রকল্পে খরচ হয়েছে যথাক্রমে ২০২০-২১ এ অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল ১০০ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ৫৬ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩৮ হাজার ২৫০। ২০২১-২২ এ আর্থিক বরাদ্দ ছিল ২০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে ৩৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ২০ হাজার ৪৩৫। ২০২২-২৩ এ আর্থিক বরাদ্দ ৮৯ কোটি টাকা। খরচ হয়েছে ৫১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৬ হাজার ৪৭৯। ২০২৩- ২৪ এ আর্থিক বরাদ্দ ১০৪ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। খরচ হয়েছে ৫১ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা। সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ৫৪৩ (এই হিসেব ১০.১২.২০২৩ পর্যন্ত)। ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে সিবিএসি/রাজ্য পর্ষদ অনুমোদিত ১৪২টি বেসরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে এই প্রকল্পে ২ হাজার ৫৬৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। দপ্তর স্কুল-ফি বাবদ ৩০ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা খরচ করেছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৫৪ সংখ্যা ৩০ ডিসেম্বর, ২০২৩ শনিবার ১৩ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শাহি-ফর্মুলায় ভোট লড়তে রাজ্যে নতুন 'পাতা' খুলছে বিজেপি

পন্নাপ্রমুখ' শব্দটা ভারতীয় রাজনীতিতে প্রথম শোনা গিয়েছিল ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পরে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। বিজেবি পেয়েছিল ২৮২টি আসন। উত্তরপ্রদেশে মোট ৮০টি আসনের মধ্যে বিজেপি জিতেছিল ৭১টিতে ।লোকসভা নির্বাচনের আগে অতীতে অসমাপ্ত আরও একটি কাজ করতে চায় রাজ্য বিজেপি। বুথ স্তরে দলের সাংগনিক কাঠামো তৈরি হয়ে গেলে আসন ধরে ধরে সব বুথকে চারটি ভাগ করা। সংগঠন এবং ভোট পাওয়ার সম্ভাবনার বিচারে 'এ', 'বি', 'সি' এবং 'ডি' র‌্যাঙ্কিং দেওয়া। সেই হিসাবে শক্তি বাড়ানোর পরিকল্পনা বা অন্যান্য অঙ্ক কষা হবে। বৈঠকে কাজের অগ্রগতি নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা করা হলেও নেতারা এটা মানছেন যে, অনেক লোকসভা এলাকাতেই ১০০ শতাংশ বুথকে সাংগঠনিক ভাবে সাজানো যায়নি এখনও। সেই কাজও জানুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ করার লক্ষ্য নিয়েছেন রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ।সহযোগী 'অপনা দল' মিলিয়ে আসন হয়েছিল ৭৩টি। সেই নির্বাচনে বিজেপির সাফল্যের পিছনে অমিত শাহের ভূমিকার কথা উঠে এসেছিল। জয়ের পরে শাহকে তাঁর 'সেনাপতি' আখ্যা দিয়েছিলেন মোদী। কয়েক মাসের মধ্যেই শাহকে দলের সর্বভারতীয় সভাপতিও করা হয়। সেই সময়ে বিজেপির তরফেই দাবি করা হয়েছিল, বুথ স্তরের সংগঠনকে নতুন করে সাজিয়ে উত্তরপ্রদেশে 'কেল্লাফতে' করেছিলেন শাহ ।তখনই শাহ বুথের কর্মীদের নতুন নাম দিয়েছিলেন পন্নাপ্রমুখ'। ভোটার তালিকার প্রতিটি পাতার জন্য আলাদা আলাদা কর্মী নিয়োগ করেছিলেন তিনি। প্রতিটি 'পাতা'। হিন্দিতে 'পন্না'। ঠিক হয়েছিল, একটি পাতায় যে ক'জন ভোটারের নাম রয়েছে, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন এক জন করে 'পন্নাপ্রমুখ'। তিনিই থাকবেন ওই পৃষ্ঠাটির 'দায়িত্বে'। সেই পৃষ্ঠায নাম-থাকা প্রতিটি লোকের সঙ্গে তিনি ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখবেন। নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নেবেন। প্রয়োজন বা সমস্যা থাকলে তা মেটাবেন। ভোটার তালিকার একটি পাতায় সাধারণত চার থেকে পাঁচটি পরিবারের সদস্যদের নাম থাকে। অর্থাত একটি বুথ এলাকার প্রতি পাঁচ পরিবারের জন্য এক জন করে কর্মী (পন্নাপ্রমুখ) নিয়োগ। এই পদ্ধতি পরে উত্তরভারতের সব রাজ্যেই বিজেপি প্রয়োগ করেছে। গুজরাত, মহারাষ্ট্রে-সহ বিজেপির শাসনাধীন সব রাজ্যেই তা রয়েছে। বাংলায় চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এত দিন করা যায়নি ।এ বার লোকসভা নির্বাচনের আগে সেই অসমাপ্ত কাজ সেরে ফেলতে চাইছে বিজেপি। বাংলায় ওই পদের নাম দেওয়া হয়েছে 'পৃষ্ঠাপ্রমুখ'। সম্প্রতি রাজ্য বিজেপির 'বুথ সশক্তিকরণ' কর্মসূচির সময়ে ওই কাজে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাতে সাফল্য মিলেছে বলেও বিজেপির দাবি। দলের লক্ষ্য ১০ লাখ 'পৃষ্ঠাপ্রমুখ' নিয়োগ করা। এখনও পর্যন্ত ১ লাখ ৫৫ হাজার পৃষ্ঠাপ্রমুখ নিযুক্ত হয়ে গিয়েছেন বলে বুধবার দলের বর্ধিত কার্যকারিণী বৈঠকে ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রের খবর, বাকি কাজ জানুয়ারি মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলাই দলের লক্ষ্য।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাঁধে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধেয় জানালেন এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর ডা. মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন তিনি। এসএসকেএম হাসপাতাল সূত্রে খবর, কয়েক দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর ডান কাঁধে একটি ছোট টিউমারের হদিশ মিলেছিল। বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি অস্ত্রোপচার করাচ্ছিলেন না। অবশেষে এসএসকেএমের চিকিৎসকদের অনুরোধে শুক্রবার তিনি হাসপাতালে আসতে রাজি হন। এদিন কিছু রিপোর্ট দেখে অস্ত্রোপচারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছিলেন চিকিতসকরা। সেইমতো এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাঁধে ছোট্ট অস্ত্রোপচার করা হল ।হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সুস্থই আছেন। রাজ্যবাসীকে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানালেন তিনি।

শুক্রবার দুপুর পৌনে তিনটে নাগাদ আচমকাই এসএসকেএম হাসপাতালে উপস্থিত হন মমতা। উডবার্নে ওয়ার্ডে ঢোকার মুখে দেখেন হাসপাতাল চত্বরে ভিড় জমে গিয়েছে। তা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'কী ব্যাপার? এখানে এতো ভিড় কেন?' তার পরই তিনি নিজেই জানিয়ে দেন, 'সময় হয় না, তাই চেকআপ করাতে এসেছি। কিছু এক্স রে, ইসিজি করাব।' হাসপাতালের ডিরেক্টর সন্ধেয় সাংবাদিক বৈঠক করে জানান, স্বাস্থ্যপরীক্ষার সময় তাঁর ডান কাঁধে একটি ছোট টিউমার পাওয়া গিয়েছিল। এই কাঁধেই তাঁর পুরনো ক্ষত ছিল। সেখানে ছোট্ট একটি অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। তবে তিনি এখন সুস্থ রয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বেরিয়ে মমতা জানান, সামনেই নতুন বছর। বিশ্বের সকলের ভালো কাটুক বছর।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেগুলোর রহস্য তথা যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ে ধারণ করেই, সরস্বতী দেবীকে পূজা করা হয়। নয়তো পূজার্চনা যতই হোক না কেন, তা অর্থহীন হয়েই থেকে যায়। শিক্ষার্থীরা দেবী সরস্বতীর পূজা বেশি করে থেকে এবং প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সরস্বতী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সরস্বতী পূজার দিনেই অনেক হিন্দু ধর্মাবলম্বী পরিবারের শিশুদের হাতেখড়ি দেওয়া হয়।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

সংবাদ মাধ্যম ও সাংবাদিকতা দুটো বিষয় যেন আমরা একটু ব্যতিক্রমী ভাবে ভাবতে থাকে, সংবাদমাধ্যম না থাকলে সাংবাদিকদের জন্ম হতো না আর সাংবাদিক না থাকলে সংবাদমাধ্যম চালানো সম্ভব নয়। সাংবাদিকরা যত দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের গুরুত্ব হারিয়ে চলেছে, মোবাইল সাংবাদিকতা যুগে কে যে আসল আর কে যে নকল ,কে পৃকৃত সাংবাদিককে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত এটা অনেক মানুষের ধারণা যেন বদলে দিয়েছে। আমরা সবাই সাংবাদিক একে অপরের দোষারোপ না করে সবাই কিন্তু সমাজের ভালোর জন্য কাজ করে চলেছি। তাও বলি আজ সারা বিশ্বে দুর্ভিক্ষে আকার নিয়েছে, সংবাদ সংস্থা ও সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকদের পাশে রাজ্য সরকার অথবা কেন্দ্রীয় সরকার যদি না থাকে তাহলে আগামী দিনের সংবাদ সংস্থার বেহাল দশায় পরিণত হবে। ইতিমধ্যে ছোট এবং দৈনিক পত্রিকাগুলো বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই ধুঁকছে বহু পত্রিকা বন্ধের মুখে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার এই পত্রিকাগুলো বাঁচানোর যদি উদ্যোগ নেয় তাহলে আগামী দিনে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত সাংবাদিকতা তাদের ভবিষ্যৎ এবং সামাজিক পরিকাঠামো অনেকটা উন্নতি হবে। সমস্ত সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সরকারিভাবে যদি মাসিক বেতন ও সরকারি সঠিক বিজ্ঞাপন দিয়ে কাগজ গুলোর কাছে পৌছায় তাহলে আগামী দিনে এই কাগজগুলোর এবং এই কাগজের সঙ্গে যুক্ত সম্পাদক, মালিক এবং কর্মচারীরা ভারত বর্ষ তথা বাংলার অনেক উন্নতির দিক তুলে ধরতে পারবে।তবে দিনের পর দিন যেভাবে বড়লোকি কেন্দ্রীয় সরকারের বড়লোকি কাগজ অথবা ইলেকট্রন মিডিয়াদের সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করছে। অন্যদিকে এটা বলা বাহুল্য যে ছোটকাগজ গুলোকে একপ্রকার গলাটিপে হত্যা করার মতন অবস্থা শুধু পশ্চিমবাংলায় এক কোটির উপরে এরকম ছোটকাগজ রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তারা বিজেপি থাকা কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদি বাবু এই ছোটকাগজ গুলোকে অবজ্ঞার চোখে দেখছে ,তাদের গলাটিপে হত্যা করছে। সরকারি বিজ্ঞাপন টুকু তাদের দেয়া হচ্ছে না। এক চোখে বিচার চলছে ডিজিটাল মিডিয়াকে যদিও মাধ্যম করে থাকে অথচ ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য আজকের দিন পর্যন্ত সরকারিভাবে কোনো বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করা হয় না। সরকারের স্বচ্ছতা ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজন আছে বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তারা দিনের পর দিন ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নামে একপ্রকার প্রিন্ট মিডিয়াতে অবজ্ঞার চোখে দেখছে অথচ ডিজিটাল মিডিয়াকে তেমনি ভাবে ভারতবর্ষে আজও কোনরকম সরকারি বিজ্ঞাপন এর অর্থ সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। কৌশলগতভাবে বিজেপি সরকার গ্রামের ছোট কাগজের কন্ঠরোধ করে দিয়ে কাগজগুলো প্রায় বিলুপ্তির পথে ফেলে দিয়েছে বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার এক কোটি কাগজকে এইরকম গলাটিপে হত্যা করার মতো পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট ও কংগ্রেসের থাকাকালীন এইরকম দুর্দশা ছিলনা বর্তমান যা পরিস্থিতি সংবাদমাধ্যমের মালিক-কর্মচারী ও সাংবাদিকরা কয়েক লক্ষ বেকারের পথে অর্থনৈতিক অবস্থা তাদের ভেঙে পড়েছে। তার হিসাব কেন্দ্রীয় সরকার তো রাখেনি না রাজ্য সরকার তো দূরের কথা। গ্রাম গঞ্জের ছোটকাগজ কে কেন্দ্র করে বহু বেকার যুবক-যুবতীরা এবং শিক্ষিত সমাজ গ্রামের কৃষ্টি কালচার ও সংস্কৃতি এবং সে কাগজগুলো প্রায় কয়েক কোটি করে কয়েক পাঠক তৈরী করে রেখেছে সমস্ত কাগজ মিলিয়ে। তাদের কণ্ঠকে গলাটিপে রোধ করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় সরকার এমনই অভিযোগ বহুদিনের বিশেষ করে মোদি জামানার। করোনাভাইরাস প্রকট এ ছাড়া ভারতবর্ষজুড়ে লকডাউন দীর্ঘকালীন ফলে সংবাদমাধ্যমের মালিক ও কর্মচারীদের অবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেকটা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। তেমনই পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে সারা ভারতবর্ষের একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকরা। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক অর্থনৈতিক অবস্থা বেহাল এবং কাগজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছে মালিকপক্ষ রাও এ বিষয়ে একাধিক পত্রপত্রিকাসহ ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন পাশে দাঁড়িয়ে তেমনি কোনো সমাধান হয়নি এই দুর্দশার দিনে।তবে বাংলার সংবাদমাধ্যমে সংস্থার পাশে জীবন থাকতে পিছপা হবেনা অ্যাসোসিয়েশনের জাতীয় সহ সম্পাদক স্বপন দত্ত।তিনি বলেন লকডাউন এর পরবর্তী সময়ে ঝাড়খণ্ডের বাংলা দৈনিক পত্রিকার কলকাতায় সমস্ত ধরনের কাজের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দৈনিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় এর পাশে সর্বদা সহযোগিতায় ও আপদ বিপদ সর্বদাই পাশে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করেছেন স্বপন দত্ত যাতে এই পত্রিকার সরকারিভাবে বিজ্ঞাপন পায় তার অনুমোদন দেওয়ার জন্য।লকডাউন এর ফলে দুস্ত ও সমস্ত সরকারি-বেসরকারি সাংবাদিকরা তাদের পারিবারিক অবস্থা খুব দুর্ভাগ্যজনক, এমনই পরিস্থিতিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে আর্থিক সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকেই।বাংলা তথা ভারতবর্ষের সাংবাদিকদের পাশে সর্বদা সজাগ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা এবং মৃদুল ব্যানার্জি ও ভগবতী সর্দার, স্বপন দত্ত বাউল এবং বাশিরুল হক সহ অন্যান্যরা সাংবাদিকতা বিধ্বস্ত জাতিকে পুনর্গঠনে অবদান রাখতে পারে, ঠিক তেমনি সাংবাদিকতার নামে মিথ্যাচারিতা, পক্ষপাতিত্ব, স্বার্থপরতা এক সুসংহত জাতিকে হিংসাত্মক যুদ্ধের দাবানলে অগ্রসর ভূমিকা রাখতে পারে।তবে এই ঘটে সত্য পথের পথিক সাংবাদিকদের উপরে!কিন্তু এক শ্রেণীর সাংবাদিক আছে টাকার লোভে হয়কে নয় করে। আর অসাধু কিছু নেতাদের কথা মতো চলে, সদ সাংবাদিকদের বিপদে ফেলেছে এই সব সাংবাদিকরা। দেশ ও দশের ভালোচায় না এই সব সাংবাদিকরা, এদের গাড়ি বাড়ি সবি হয়। আর সৎ সাংবাদিকরা খাওয়ার পয়সা পায় না। এই সব সদ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নেই,এদেরকে সমাজের বুকে খারাফ প্রমাণ করাতে ব্যাস্ত সবাই। তাই আজকের লেখার বিষয় বস্তু সাংবাদিকদের ভূত ভবিষ্যৎ। তবে সব সাংবাদিকদের পাশে আছেন ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট এন্ড অল এডিটর অ্যাসোসিয়েশন ।দীর্ঘ ১৭ বছর সাংবাদিকতার জীবনে আমার পরিবারের বহু খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়েছে,কারন সত্য অনুসন্ধানী মহান সাংবাদিক হয়ে কাজ করি ।সাংবাদিকতা করার জন্য আমার পরিণাম ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল জীবনে জেল-জরিমানা সবই কেটেছে তবেই সাংবাদিকতা একটি মহান পেশা জানেন । প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা আর দশটি পেশার মতো নয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র মতে, সাংবাদিকতা একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশাও। প্রকৃত সাংবাদিকের দায়িত্ব বস্তুনিষ্ঠ ও সততাপূর্ণ সংবাদ পরিবেশন করা। টুকটাক সাংবাদিকতা করার সুবাদে মাঝে মাঝেই অনেকে আমার থেকে জানতে চায় সাংবাদিকতা বিষয়ক নানা তথ্য। অনেকেই বলেন, “আমরা আপনার মতো পেপারে লিখতে চাই। অথবা কিভাবে শুরু করবো?” আজকের এই লেখাটি সেসব ক্ষুদে ক্রিয়েটিভ মানুষগুলার জন্য যারা বড় হয়ে সাংবাদিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে অথবা পেপারে লেখার ইচ্ছা রাখে। আজ আমরা ফিচার রাইটিং অথবা দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকতা সম্পর্কে জানবো: সাংবাদিকতার প্রাথমিক স্তরেই সবার জানা হয়ে যায় যে, সংবাদে কোনো অবস্থাতেই ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের শিকারের নাম প্রকাশ করা যাবে না। এটা মোটামুটি সবাই জানেন বলে ধর্ষিতা বা যৌন নিপীড়নের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'বাগবান' সিনেমায় অমিতাভ-হেমাকে চাননি পরিচালক

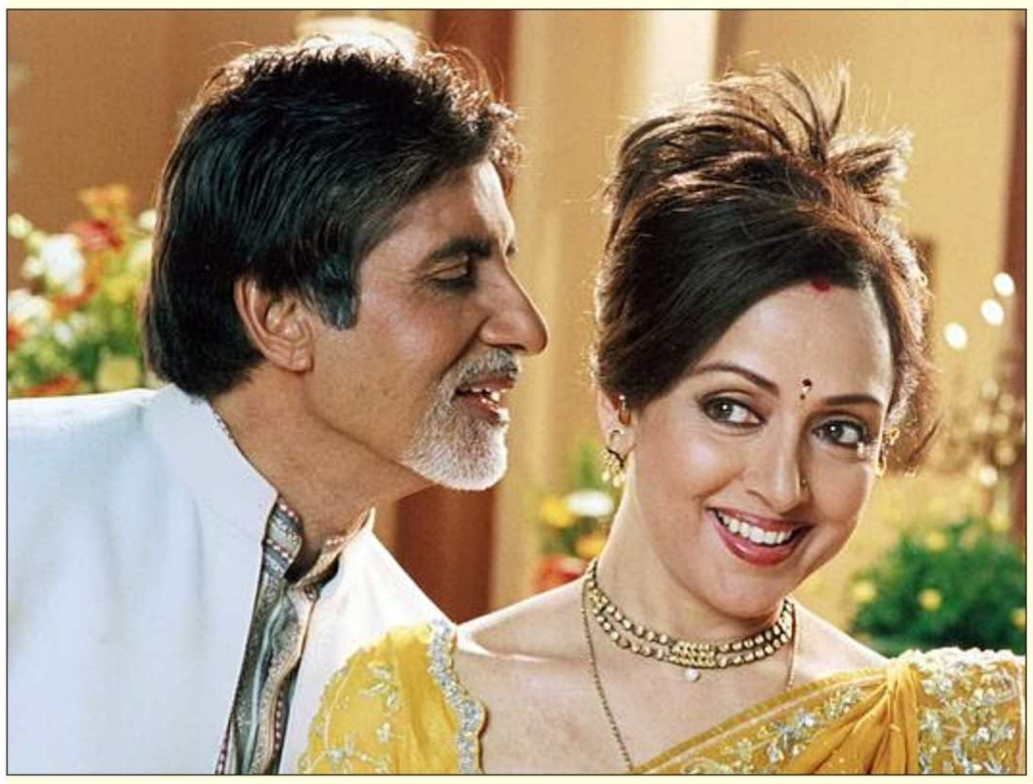

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউডে পারিবারিক গল্পের সিনেমার কথা উঠলেই নাম চলে আসে 'বাগবান' সিনেমার। অমিতাভ বচ্চন এবং হেমা মালিনী অভিনীত এই সিনেমাটি মুক্তির পর দুই দশক পার হয়েছে। কিন্তু এখনও বিভিন্ন সময় আলোচনা হয় এ সিনেমাটি নিয়ে। সিনেমাটির বিভিন্ন সংলাপ নিয়ে আলোচনা-বিতর্কের শেষ নেই।

২০০৩ সালে রবি চোপড়া পরিচালিত 'বাগবান' সিনেমায় বহু দিন পর জুটি বাঁধেন অমিতাভ এবং হেমা। কিন্তু পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না তারা। এক পুরনো সাক্ষাৎকারে 'বাগবান' সিনেমার নেপথ্যকাহিনি জানিয়েছেন সিনেমাটির পরিচালক রবি। তিনি বলেন, সিনেমাটির কাহিনি মুক্তির প্রায় ৪০ বছর আগেই লেখা হয়েছিল।

'বাগবান' সিনেমায় পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন না অমিতাভ-হেমা

রবির বাবা ছিলেন বলিউডের খ্যাতনামা পরিচালক বলদেব রাজ চোপড়া। সাক্ষাৎকারে রবি জানিয়েছেন, তার বাবা নরওয়েতে ঘুরতে গিয়েছিলেন। এসময় তিনি একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলেন। সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে রবির বাবা জানতে পারেন, বাসিন্দারা তাদের সন্তানদের ভালবাসা এবং যত্নের অভাব বোধ করছেন। তাদের মনের অবস্থা জানার পর এ বিষয়ের একটি সিনেমা নির্মাণের চিন্তাভাবনা করেন রাজ চোপড়া।

রবি জানিয়েছিলেন, এক প্রৌঢ় দম্পতির পরিবার, সন্তান ও তাদের সম্পর্ক নিয়ে সিনেমাটির কাহিনি ভাবা হয়েছিল। ১৯৭০ সালের শেষের দিকেই 'বাগবান' সিনেমার কাহিনি সম্পূর্ণ তৈরি ছিল।

রবি সাক্ষাৎকারে জানান, সিনেমার গল্প লেখা হয়েছিল অভিনেতা দিলীপ কুমারের কথা মাথায় রেখে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সিনেমাটির নির্মাণ পিছিয়ে যায়। কিন্তু সিনেমার শুটিং শুরু হয়ার সময়ে দিলীপ নিজেকে অভিনয় থেকে দূরে সরিয়ে নেন। তার পরিবর্তে প্রস্তাব দেয়া হয় অমিতাভ বচ্চনকে। আর সে প্রস্তাব লুফে নেন অমিতাভ।

অন্যদিকে সিনেমার নায়িকা চরিত্রে পরিচালকের প্রথম পছন্দ ছিলেন ওয়াহিদা রহমান । কিন্তু চরিত্রের সাথে ওই সময়ে মানানসই না হওয়ায় পরিবর্তণ করা হয় নায়িকাও। কাস্ট করা হয় হেমা মালিনীকে।

বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন ছবি করবেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরটা যেনো ছিলো বলিউড বাদশা শাহরুখ খানেরই বছর। চার বছর পর ফিরে একের পর এক ব্লক ব্লাস্টার সিনা উপহার দিয়েছেন ভকাত দের। শুরুটা হয়েছিল 'পাঠান' দিয়ে, এরপর বক্স অফিসে ওঠে 'জওয়ান' ঝড়। শাহরুখ খানের এ বছরের তিন নম্বর সিনেমা 'ডানকি'। সেটাও ব্যবসা সফল হচ্ছে। তবে এবার 'হিরোইজম' ভুলে তার বয়সের সঙ্গে খাপ খায় এমন সিনেমা করতে চাইছেন ৫৮ বছর বয়সী এই খান।

এক সাক্ষাৎকারে সেই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছেন সুপারস্টার। তার মতে, এ বয়সে আসলে তার পক্ষে ২০ বছর আগের চার্ম পর্দায় তুলে ধরাটা একটু কঠিন। নিজের পরবর্তী প্রোজেক্ট নিয়ে শাহরুখ বলেন, 'আমি আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ শুরু করব পরের কাজ। এবার আমি নিজের বয়সের সঙ্গে মানানসই চরিত্র করতে চাই। তারপরেও ছবির মূল চরিত্র হিসাবেই কাজ করতে চাই। আমার মনে হয় ভারতীয় ছবিতে একটা জিনিস আমরা মিস করে যাই, যে নিজের বয়সের চরিত্র করেও আপনি ছবির হিরো হতে পারেন। ২০ বছর আগে আমি যেটা করতাম, সেই চার্মটা পর্দায় এখন তুলে ধরাটা বেশ মুশকিল। এখন আমার মধ্যে নতুন চার্ম রয়েছে, সেটা এই বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমি ছবি করতে চাই।'

ডানকি নিয়ে শাহরুখ বলেন, 'এটা মন দিয়ে বানানো একটা ছবি। এটা ঘরে ফেরার ছবি, জীবনের ছবি। যে জিনিসগুলো আমাদের মাতৃভূমি থেকে দূরে নিয়ে যায়, তার গল্প বলে। রাজ কুমার হিরানির ছবির সেরা বিষয় হলো রাজ কুমার হিরানি নিজে।' তিন দশকেরও লম্বা ফিল্মি কেরিয়ারে এই প্রথম রাজ কুমার হিরানির ছবির নায়ক শাহরুখ, তবে এর আগে একাধিকবার অফার ফিরিয়েছেন তিনি।

মুক্তির প্রথমদিন মাত্র ৩০ কোটিতেই আটকে গিয়েছে 'ডানকি'। শনিবারের প্রাথমিক ট্রেন্ড বলছে ২০ কোটির আশপাশে থাকবে ছবির দ্বিতীয় দিনের কালেকশন, যা বড় ধাক্কা হবে শাহরুখের জন্য।

শীর্ষে নয়নতারা, সঙ্গী শাহরুখ খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'জওয়ান' ছবির সুবাদে ২০২৩ সালের 'ফ্রেশ অন-স্ক্রিন পেয়ারিং'-এ শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছেন নয়নতারা। দক্ষিণ ভারতীয় এ অভিনেত্রীর সঙ্গে জুটি বেঁধে বলিউড বদশাহ শাহরুখ খানও ছিলেন বছরজুড়ে আলোচনায়। বছরের শেষ প্রান্তে এসে শাহরুখ-নয়নতারা পেয়েছেন বছরের শীর্ষ প্রিয় জুটির খেতাব।

সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম পিঙ্কভিলা ২০২৩ সালের আলোচিত তারকাদের নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছিল। যেখান থেকে নির্বাচন করা হয়েছে দর্শকদের সবচেয়ে প্রিয় নতুন অন-স্ক্রিন তারকাদের। তালিকায়

শীর্ষ ১০টি জুটি রয়েছে; যা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এ জুটিগুলো অত্যন্ত প্রত্যাশিত ছিল এবং তাদের বক্স অফিস পারফরম্যান্স ছিল অসামান্য, যা তাদের বছরের সেরা জুটি করে তুলেছে। জরিপের ফল প্রকাশ করেছে পিঙ্কভিলা। সেখানে শীর্ষস্থান দখল করে নিয়েছে অ্যাটলি পরিচালিত 'জওয়ান' ছবির শাহরুখ খান-নয়নতারা জুটি।

পিঙ্কভিলা সূত্রে জানা গেছে, 'জওয়ান' ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্লিন সুইপ পেয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট যে, কিং খান এবং দক্ষিণ ভারতীয় অভিনেত্রীর মধ্যে প্রেমের রসায়ন দর্শকের মন জয় করেছে খুব সহজেই। তাদের পাশাপাশি লাভ রঞ্জন পরিচালিত 'তু ঝুটি ম্যায় মাক্কার' ছবির জন্য রণবীর ও শ্রদ্ধা কাপুর জুটি জায়গা করে নিয়েছে দ্বিতীয় স্থানে।

এ জুটির প্রথম ছবি 'তু ঝুটি ম্যায় মাক্কার'-এর ঝুলিতে ভোট পড়েছে ১৩ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে শাহরুখ খান-তাপসী পান্নু জুটি। রাজকুমার হিরানি পরিচালিত 'ডানকি' ছবিতে অভিনয় দিয়ে এ জুটি দর্শক হৃদয় জয় করেছে। 'ডানকি'র ঝুলিতে ভোট পড়েছে ১১ শতাংশ। এর পরই আছে 'জারা হাটকে জারা বাঁচকে' জুটি ভিকি কৌশল ও সারা আলি খান। তাদের ঝুলিতে পড়েছে ৯ শতাংশ ভোট। 'আদিপুরুষ' জুটি প্রভাস-কৃতী শ্যানন ৮ শতাংশ এবং 'অ্যানিম্যাল' ছবির জুটি রণবীর কাপুর-রাশমিকা মান্দানা পেয়েছে ৭ শতাংশ ভোট। একই ছবির জন্য রণবীর কাপুর-তৃপ্তি ডিমরি ৬ শতাংশ ভোট পেয়ে এসেছেন আলোচনায়।

যদিও ২০২৩ সালে দর্শকনন্দিত ও ব্যবসা সফল ছবির সংখ্যা একেবারে কম নয়। তবে প্রথমবারের মতো জুটি বেঁধে পর্দায় আসা তারকার সংখ্যা কিছুটা কম। এ নতুন জুটি কতটা সাড়া ফেলেছে দর্শকের মধ্যে, মূলত তারই জরিপ চালিয়েছে পিঙ্কভিলা। যে কারণেই শাহরুখ-দীপিকা, সালমান-ক্যাটরিনাসহ আরও বেশ কিছু জুটি এ জরিপে স্থান পায়নি। কারণ, এর আগেও তারা একাধিক ছবিতে জুটি বেঁধেছিলেন।

এদিকে তারকা জড়িয়ে শীর্ষস্থান দখল করতে না করতেই নয়নতারা পেয়েছেন আরেকটি সুখবর। ক'দিন আগে মুক্তি পাওয়া এ অভিনেত্রীর ৭৫তম ছবি 'অন্নপুরানি' ২৯ ডিসেম্বর থেকে দেখা যাবে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে।

জেলে বসে জ্যাকলিনকে সুকেশের 'আবদার'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে বলিউড সুন্দরী জ্যাকলিনের নাম জরিয়েছে বহুদিন হলো। বর্তমানে জেলে রয়েছেন সুকেশ তবে সেখান থেকেও জ্যাকলিনের জন্য যেনো তার প্রেম কমেনি। জ্যাকলিনের প্রতি প্রেম উজাড় করে দিয়েছেন তিনি। করে গেছেন হোয়াটসঅ্যাপে অহরহ মেসেজ। এ সব মেসেজে রায়েছে বহু প্রতিশ্রুতি। রয়েছে তার বিশেষ অনুরোধ, এবার তিনি কালো পোশাকে দেখতে চায় নায়িকাকে।

সম্প্রতি আদালতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় জ্যাকলিন বিচারপতিকে জানিয়েছেন, সুকেশের মতো প্রতারক বার বার আমাকে নিশানা করছে। আমি নিছকই সুকেশের চক্রান্তের শিকার! হোয়াটসঅ্যাপে সে নাকি জ্যাকলিনকে আশ্বস্ত করেছে, একদিন নায়িকা হয়ে উঠবেন সুপারস্টার। সেই ব্যবস্থা করে দেবে সে! এমনকি, এক চলচ্চিত্র নির্মাতার সঙ্গে সুকেশ 'চুক্তি'ও করেছে এই নিয়ে। সেই সঙ্গে তার অনুরোধ, জ্যাকলিন যেন কালো পোশাক পরেন। যাতে সুকেশ বুঝতে পারে নায়িকা তার মেসেজগুলো পড়েছেন।

তবে এখানেই শেষ নয়। সুকেশের অভিমান, কেন জ্যাকলিন তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলছেন। কেন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ২০০ কোটি টাকার আর্থিক কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত সুকেশ। তার সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই আইনি জটিলতায় জড়াতে হয়েছে জ্যাকলিনকে। যদিও এর আগে আদালতে সুকেশ দাবি করে, ২০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণার মামলায় জ্যাকলিন কোনোভাবেই জড়িত নন।

যে পাঁচ ডিফেন্ডারে
চোখ রিয়ালের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরুতে রিয়ালের ব্রাজিলিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাক এদের মিলিতাও ইনজুরিতে পড়েছেন। চলতি মৌসুমে তাকে দলে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। শীতকালীন মৌসুম শুরুর আগে ইনজুরিতে পড়েছেন ডেভিড আলাবা। লস ব্লাঙ্কোসরা তাই শীতকালীন দলবদলের মৌসুমে একজন ডিফেন্ডার কিনতে চায়। সেজন্য এক সিনিয়র ও চার তরুণ ডিফেন্ডারে চোখ রেখেছে লা লিগা জায়ান্টরা। এর মধ্যে রাফায়েল ভারানেকে ফেরত আনা যায় কিনা ভাবছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড তাকে নিয়মিত খেলাচ্ছে না, আবার ঠিক মতো ব্যবহারও করতে পারছে না। প্রিমিয়ার লিগে অসুখী ভারানে ফিরে আসলে তাকে সংক্ষিপ্ত সময়ের চুক্তিতে আসতে হবে। এর বাইরে রিয়াল মাদ্রিদ পর্তুগালের ২১ বছর বয়সী সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার গঞ্জালো ইনিসিওকে কেনা যায় কিনা খোঁজ খবর নিচ্ছে। তিনি স্পোর্টিং সিপ্তিতে খেলেন। রিয়ালের নজরে আছেন বায়ার লেভারকুসেনে খেলা তরুণ ইকুয়েডরের ডিফেন্ডার পিইরো হিনক্যাপি। এছাড়া দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনায় রিয়াল মাদ্রিদ ইতালির ২০ বছর বয়সী ডিফেন্ডার জর্জিও স্কালভিনিকে কেনা যায় কিনা ভাবছে। তিনি ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টায় খেলেন। এরই মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন লম্বা দৌড়ের ঘোড়া তিনি। রাফা মারিন আছেন রিয়ালের তালিকায়। তিনি স্প্যানিশ, বয়স সবে ২১। খেলেন লা লিগার ক্লাব আলাভেজে।

যাকে নিজের বিকল্প
ভাবেন ওয়ার্নার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ভারতে বিশ্বকাপ শুরুর আগেই টেস্ট ক্যারিয়ারের শেষ ঘোষণা করেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ তার শেষ। এরপরই অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে সাদা জার্সি পরে ইনিংস ওপেন করবেন নতুন কেউ।

কে হবেন সেই ব্যাটার? বল টেম্পারিংয়ের দায়ে নিষেধাজ্ঞা ভোগ করে ফেরা ক্যামেরুন ব্যানক্রফটের নাম বলেছেন কেউ কেউ। ওয়ার্নারের সাবেক ওপেনিং সঙ্গীও ছিলেন তিনি। তবে ডেভিড ওয়ার্নার নিজে মনে করেন তার জায়গা পূরণ করতে পারেন মার্কাস হ্যারিস। বিষয়টি নিয়ে ওয়ার্নার বলেন, 'এটা নির্বাচকরা ভালো বলতে পারবেন। আমার জন্য বলা কঠিন। তবে আমার জায়গা থেকে বলতে পারি, মার্কাস হ্যারিস হতে পারেন ওই ব্যক্তি। সে দরজার আড়ালে থেকে পরিশ্রম করে যাচ্ছে, তবে দলে ঢোকার লড়াইয়ে অবশ্যই সামনের কাতারে আছে। নির্বাচকরা ভরসা রাখলে, আমি বিশ্বাস করি সে তার নিজের খেলাটা খেলতে পারবে।'

ডেভিড ওয়ার্নার ও উসমান খাজা বাল্যবন্ধু। সেই ছোট কালে একসঙ্গে ক্রিকেট শুরু করেছিলেন তারা। দু'জনেরই বয়সই ৩৭ বছর হয়ে গেছে। তবে ওয়ার্নার মনে করেন খাজা যতদিন ইচ্ছে এখনও খেলে যেতে পারেন। ফর্মও তার পক্ষে আছে।

ওয়ার্নার বলেছেন, 'উজি এখন প্রতিটি ম্যাচ তার শেষ ধরে খেলে। সে এখন যে মানসিকতা নিয়ে খেলে তাতে যতদিন সম্ভব সে খেলা চালিয়ে যেতে পারে। গত এক বছর সে ছিল অসাধারণ। যতদিন তার ভালো লাগবে সে খেলা চালিয়ে যেতে পারে।'

রিজওয়ানের কাছে জায়গা হারালেন সরফরাজ

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : একটি সিরিজ আগেই টেস্ট ক্রিকেটে অসাধারণ প্রত্যাবর্তন হয়েছিল সরফরাজ আহমেদের। সুযোগটা পেয়েছিলেন তিনি মূলত মোহাম্মদ রিজওয়ানের টানা ব্যর্থতায়। সেই বাস্তবতা বদলে গেল দ্রুতই। আবারও টেস্ট একাদশে জায়গা হারালেন সরফরাজ। টেস্ট ক্যারিয়ারে নতুন গতি দেওয়ার উপলক্ষ পেলেন রিজওয়ান। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বক্সিং ডে টেস্টের জন্য ১২ জনের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান। ম্যাচের সকালে ঘোষণা করা হবে একাদশ। তবে পার্থে আগের টেস্ট থেকে মেলবোর্নের একাদশে তিনটি পরিবর্তন হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বদলটি কিপিংয়ে। পার্থে দুই ইনিংসে ৩ ও ৪ রানে আউট হন সরফরাজ। কিপিংয়েও নিজের সেরা চেহারায় ছিলেন না ৩৬ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার। বিশেষ করে মিচেল স্টার্কের গতির সামনে বেশ ভুগতে দেখা গেছে তাকে। সেটির খেসারতই দিতে হলো ৫৪ টেস্ট খেলা সাবেক এই অধিনায়ককে। অথচ এক সিরিজ আগেই টেস্ট ক্যারিয়ারের স্মরণীয় পুনরুজ্জীবন হয়েছিল তার। ২০১৯ সালে জায়গা হারিয়েছিলেন তিনি রিজওয়ানের কাছে। সেই রিজওয়ান টানা ১২ ইনিংসে ফিফটি করতে ব্যর্থ হওয়ার পর প্রবল সমালোচনার মুখে তাকে বাদ দেওয়া হয় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে। প্রায় চার বছর পর টেস্ট খেলতে নেমেই ফেরার ম্যাচে ৮৬ ও ৫৩ রানের ইনিংস খেলেন সরফরাজ। পরের টেস্টে প্রথম ইনিংসে করেন ৭৮। দ্বিতীয় ইনিংসে পরাজয়ের দুয়ারে দাঁড়িয়ে অসাধারণ এক সেঞ্চুরিতে দলকে সহায়তা করেন ম্যাচ ড্র করতে। ম্যাচের সেরা ও সিরিজের সেরা দুটিই ছিলেন তিনি। পরের সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আবার ভালো কাটেনি তার। গলে প্রথম টেস্টে আউট হন ১৪ ও ১ রানে। পরের টেস্টে একমাত্র ইনিংসে ১৪ রান করে অবসর নেন আহত হয়ে। তার 'কনকাশন সাব' হিসেবে ব্যাটিং করতে নেমে রানে ফিরে অপরাজিত ফিফটি করেন রিজওয়ান। এরপর এই অস্ট্রেলিয়া সফর। আস্থা রাখা হয় শুরুতে সরফরাজের ওপরই। তবে প্রথম টেস্টের একাদশে তার জায়গা পাওয়া নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল পাকিস্তানের ক্রিকেটে। মূলত বাউন্সি উইকেটে তার ব্যাটিংয়ের সীমাবদ্ধতার কারণেই সমালোচনা হয়েছিল। পার্থে তার পারফরম্যান্সেও তা ফুটে ওঠার পর এবার জায়গা হারাতেই হলো তার। পার্থ টেস্টের পর মেলবোর্নে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে সরফরাজ আউট হন ৩৫ ও ১০ রান করে। ভিক্টোরিয়া একাদশের বিপক্ষে এই ম্যাচে রিজওয়ান করেন অপরাজিত ফিফটি। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া আরেকটু সহজ হয়েছে পাকিস্তানের ম্যানেজমেন্টের জন্য। পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ অবশ্য সরফরাজের ক্ষেত্রে 'বাদ' শব্দটি ব্যবহার করতে চান না। শান মাসুদ জানান, আমাদের মনে হয়েছে রিজওয়ান খেলার জন্য তৈরি আছে এবং সরফরাজকে আমরা খানিকটা বিরতি দিতে পারি, যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আবার ফিরতে পারে। মূলত কন্ডিশনের কথা ভেবেই এটা ট্যাকটিক্যাল সিদ্ধান্ত এবং এই কন্ডিশনে প্রতিটি ক্রিকেটারের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনার ব্যাপার।

এই ধরনের উইকেটে সফরাজের চেয়ে রিজওয়ানের ব্যাটিং বেশি কার্যকর হবে বলেই আশা করছে পাকিস্তান। ২০১৯ সালে অস্ট্রেলিয়াতে দুটি টেস্ট খেলেছিলেন রিজওয়ান। ব্রিজবেনে করেছিলেন ৩৭ ও ৯৫, সিডনিতে প্রথম ইনিংসে শূন্যতে ফিরলেও পরের ইনিংসে ৪৫। সেই পারফরম্যান্সও আশা জোগাচ্ছে পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্টকে। একাদশে আর দুটি পরিবর্তনের একটি অবধারিতই ছিল। পার্থে অভিষেক টেস্টে আলো ছড়ালেও চোটের কারণে সিরিজ থেকে ছিটকে গেছেন পেসার খুররাম শাহজাদ। এছাড়াও সেই টেস্টে ব্যাটে-বলে ব্যর্থতায় একাদশে জায়গা হারিয়েছেন অলরাউন্ডার ফাহিম আশরাফ। এই দুইজনের জায়গা নিয়েছেন দুই পেসার হাসান আলি ও মির হামজা।

নিউক্যাসলকে ধসিয়ে দিল নটিংহাম

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বক্সিং ডে ম্যাচে নিউক্যাসলের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছে নটিংহাম ফরেস্ট। নিউক্যাসলের মাঠে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে দলটি। কামব্যাক করে নটিংহ্যাম জিতেছে ৩-১ গোলে। রেলিগেশন জোনে থাকা দলটি ধসিয়ে দিয়েছে সাত নম্বরে থাকা নিউক্যাসলকে। মঙ্গলবার সেন্ট জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২৩ মিনিটে লিড নেয় নিউক্যাসল ইউনাইটেড। পেনাল্টি থেকে গোল করেন দলটির স্ট্রাইকার অ্যালেক্সজান্ডার ইসাক। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ওই গোল শোধ করে নটিংহাম। গোল করে কাউলি উডরো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিড নেয় তিন পয়েন্ট পাওয়ার পরও টেবিলে ১৬তম অবস্থানে থাকা নটিংহাম। চলতি মৌসুমে শীর্ষ লিগে ফেরা নটিংহামের হয়ে ৫৩ মিনিটে গোল করেন উডরো। দলকে লিড এনে দেন তিনি। এরপর ৬০ মিনিটে গোল করে দলকে জয়ের পথে তুলে নেন। নিউক্যাসল আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও
জিতল ইউনাইটেড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টানা ব্যর্থতায় নড়ে গেছে আত্মবিশ্বাস। তারওপর ম্যাচের শুরুর দিকেই জোড়া গোলের ধাক্কা। এই অবস্থায় যেকোনো দলের খেই হারানোয় হয়তো স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এবার ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড যেন ফিরে গেল পুরনো দিনে। একের পর এক আক্রমণে চেপে ধরল অ্যাস্টন ভিলাকে। নাটকীয়তায় ঠাসা লড়াইয়ে তারা হারিয়ে দিল মৌসুমের বিস্ময় জাগানো দলটিকে।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ২৬ ডিসেম্বর রাতে ইউনাইটেডের জয়ের নায়ক আলেহান্দ্রো গারনাচো। জন ম্যাকগিন ও লেওন্দারের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ১২ মিনিটে দুইবার জালে বল পাঠিয়ে সমতা টানেন গারনাচো। আর গাসমুস হয়লুনের লক্ষ্যভেদে ৩-২ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্বাগতিক দল।

সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে চার ম্যাচ পর জিতল ইউনাইটেড, ওই চার ম্যাচের তিনটিতেই হেরেছিল তারা। ব্যর্থতার জাল ছেঁড়ার স্বস্তি এবং দারুণ পারফরম্যান্সে ছন্দে ফেরার আভাস দেওয়ার জয়ে লিগ টেবিলেও এগিয়েছে ম্যানচেস্টারের দলটি। ১৯ ম্যাচে ১০ জয় ও ১ ড্রয়ে ষষ্ঠ স্থানে উঠেছে ইউনাইটেড। এদিকে, সাত ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হারের তেতো স্বাদ পেল অ্যাস্টন ভিলা। এখানে জিতলে শীর্ষে লিভারপুলের পাশে বসতে পারতো তারা। ১৯ ম্যাচে চতুর্থ হারের পর ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে দলটি। তাদের চেয়ে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে দুইয়ে ১৮ ম্যাচ খেলা আর্সেনাল। দিনের আগের ম্যাচে বার্নলিকে ২-০ গোলে হারিয়ে শীর্ষে ওঠে লিভারপুল। ১৯ ম্যাচে তাদের ৪২ পয়েন্ট।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ
ছিটকে গেলেন ঋতুরাজ, ভারতের স্কোয়াডে ঈশ্বরণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কি টেস্ট অভিষেক হতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণের? হঠাৎই এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চোটের জন্য টেস্ট সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। তার পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন এই ওপেনার। গতবছর ডিসেম্বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দলে ছিলেন অভিমন্যু। কিন্তু অভিষেক হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতের সিনিয়র দলের পাশাপাশি রয়েছে ভারতের 'এ' দলও। সেই দলের সদস্য ঈশ্বরণ। ঋতুরাজের চোট তার জন্য সাপে বর। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে সুযোগ পাওয়ার কথা ছিল ঋতুরাজের। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়ান। এবারও প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে টেস্ট দলে ছিলেন। কিন্তু চোট ছিটকে দিল তাঁকে। বিসিসিআই একটি বিবৃতিতে সেটা জানিয়েও দেয়। দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ফিল্ডিং করার সময় আঙুলে চোট পান ঋতুরাজ। স্ক্যান করার পর তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়। ভারতে ফিরে দেশতীড় জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যোগ দেবেন। সেখানেই রিহ্যাব করবেন। টি-২০ সিরিজ ড্র হওয়ার পর একদিনের সিরিজ ২-১ এ জেতে ভারত। বৃষ্টি বাগড়া না দিলে মঙ্গলবার (২৬ ডিসেম্বর) বক্সিং ডেতে শুরু হবে প্রথম টেস্ট।

ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে নিষেধাজ্ঞায়
তিন আফগান ক্রিকেটার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : জাতীয় দলের হয়ে খেলার থেকে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলায় এবং ব্যক্তিগত পছন্দকে গুরুত্ব দেয়ায় দলের গুরুত্বপূর্ণ তিন ক্রিকেটারের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। সেই সঙ্গে তাদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে আগামী ২ বছর কোনো প্রকার এনওসি (ছাড়পত্র) দেয়া হবে না। এ ছাড়াও তাদের বর্তমান অনাপত্তিপত্রও বাতিল করা হয়েছে।

বিবৃতিতে জানা যায়, মুজিব উর রহমান, ফজল হক ফারুকী ও নাভিন উল হক আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, তাদের নাম যেন ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির তালিকায় না রাখা হয়। একই সঙ্গে এই তিন ক্রিকেটার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট খেলার অনুমতির জন্য আবেদন করেন। আর এতেই চটেছে আফগান ক্রিকেট বোর্ড। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এই তিন ক্রিকেটারের সঙ্গে ২০২৪ সালের কেন্দ্রীয় চুক্তি করার অপেক্ষায় আছে। জানা যায়, এই তিন ক্রিকেটার বোর্ডের কাছে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হতে যাওয়া কেন্দ্রীয় চুক্তির বাইরে থাকার ইচ্ছার কথা জানান। এর পাশাপাশি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ খেলার অনুমতিও চান তারা। এসিবির বিবৃতিতে বলা হয়, আফগানিস্তানের হয়ে খেলা, যেটিকে জাতীয় দায়িত্ব হিসেবে মনে করা হয়, সেটির চেয়ে তারা ব্যক্তিগত স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন বেশি এবং এসব খেলোয়াড়ের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রাজি না হওয়ার কারণ হলো বাণিজ্যিক লিগগুলো। তারা সরে যেতে চাওয়ায় আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এসব খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বোর্ডের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, জাতীয় দায়িত্বকে গুরুত্ব দিয়ে মূল্যবোধ এবং আদর্শকে সমুন্নত রেখে এই সিদ্ধান্ত নিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থকে বড় করে দেখার যে মূল্যবোধ ও আদর্শ আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের, সে বিষয়ে সব খেলোয়াড়ের গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে আলোকপাত করল এই সিদ্ধান্ত।

শুধু আগামী দুই বছরের অনাপত্তি পত্র দেয়া হবে না তাই নয়। বর্তমানে থাকা চুক্তিতেও অনাপত্তি পত্র দেবে না এসিবি। এতে করে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) এবারের আসরে খেলা হবে না তাদের। আগামী মৌসুমের জন্য নাভিনকে লখনৌ সুপার জায়ান্টস এবং ফারুকীকে ধরে রেখেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এদিকে এবারের নিলাম থেকে মুজিবকে দলে নিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক : ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR